

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লক্ষাধিক জনতার সামনে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা আমাদের ভাগ্য রচনা করেছিল।

এটি আমাদের জনগণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছিল যে আমাদের স্বাধীনতার জন্য আমাদের চূড়ান্ত যুদ্ধ করতে হবে। পাকিস্তানি সামরিক জাভা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে যাচ্ছিল না। তারা ইতিমধ্যে ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া নবনির্বাচিত সংসদের প্রথম অধিবেশন বাতিল করেছে। পাকিস্তানের একজন বাঙালি প্রধানমন্ত্রী? পাকিস্তানি শাসকেরা এটা হতে দেয়নি।

তাই, বঙ্গবন্ধু তার ভালোবাসার মানুষকে একটি দোষের সংকেত দিয়েছিলেন- "এবারে সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম!" এবার আমাদের মুক্তির লড়াই। 30 অক্টোবর, 2017-এ, ইউনেস্কো ভাষণটিকে মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে একটি ডকুমেন্টারি হেরিটেজ হিসেবে যুক্ত করেছে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ নিয়ে অনেক কিছু বলা হয়েছে, অনেক লেখা হয়েছে। ১৮ মিনিটের ভাষণটিকে অনেকেই আমাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা, আমাদের স্বাধীনতার কবিতা বলেছেন। এটি আব্রাহাম লিঙ্কনের গেটিসবার্গ ঠিকানার চেয়ে বেশি না হলেও গুরুত্বপূর্ণ। তাৎক্ষণিক ভাষণটি পঁচাত্তর কোটি দুঃখী মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন বহন করে। এটি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেছিল। আমরা একটি উপনিবেশ থেকে বিরত থাকব এবং একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে সম্মানের সাথে বসবাস করব।

1971 সালের 1 মার্চ, ঢাকা স্টেডিয়ামে সফরকারী এমসিসির বিপক্ষে ক্রিকেট ম্যাচটি আকস্মিকভাবে শেষ হয়ে যায়। গণপরিষদের প্রস্তাবিত প্রথম অধিবেশন বাতিলের খবর আমাদের কাছে পৌঁছেছিল। ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা বাঙালি জাতিকে হতবাক করেছিল। স্কোভে ফেটে পড়ে ছাত্র-যুবকরা। দেশজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়।

আমি মাত্র দশম শ্রেণির ছাত্র ছিলাম এবং আমার ষোলতম জন্মদিনের বিশ দিন পর ছিল। আমি ক্রিকেটকে ভালোবাসতাম কিন্তু আমার দেশকে অনেক বেশি ভালোবাসতাম। আমি শত শত যুবকদের সাথে ছাত্রদের পূর্ব গ্যালারি থেকে রাস্তায় দৌড়ে বের হলাম এবং শহরের রাস্তা পার হয়ে বড় মিছিল দেখতে পেলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, কলেজ-স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, আদমজী জুট মিলের শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ আকাশ ভেদ করে স্লোগান দিচ্ছিল: 'তোমার আমার ঠাকনা/পদ্মা, মেঘনা, যমুনা'।

বিকলে হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তাড়াহুড়ো করে জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয়। বঙ্গবন্ধুর কথা শুনতে সেখানে ছুটে আসেন সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষ। তিনি তাদের ধৈর্য ধরতে আহ্বান জানান এবং তার এবং তার দলের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে কথা বলেন।

আমরা, নবীন এবং বৃদ্ধ সবাই অত্যন্ত সন্তুষ্টির সাথে লক্ষ্য করেছি যে বঙ্গবন্ধুই ছিলেন বাংলাদেশের প্রকৃত শাসক। পঁচাত্তর কোটি মানুষ শুধু তার কথা শুনেছে। তিনি বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তান) শান্তিপূর্ণ আইন অমান্য আন্দোলনের ঘোষণা দেন। সরকারি-বেসরকারি অফিসে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। আর তিনি ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দিতে যাচ্ছিলেন। নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের হত্যা করা হয়েছে এবং আমাদের জনগণ পাকিস্তানি শাসন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি ছাড়া আর কিছুই চায়নি।

সমগ্র জাতি তার ভাষণের জন্য অধীর আগ্রহে ও উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করছিল। মহান বক্তা কি বলতে যাচ্ছিলেন? একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করে পাকিস্তানের সামরিক সরকারের সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ ছিন্ন করে? নাকি ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলাপ করতে রাজি, কে তার সঙ্গে দেখা করতে আসছিল? পাকিস্তানিরাও ভয়ে ও ভয়ানক উদ্বেগের মধ্যে ছিল। তারা জানত যে তারা পূর্ব পাকিস্তানে মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়।

1971 সালের 7 মার্চ, সমস্ত রাস্তা রোমের দিকে নিয়ে যায় - হ্যাঁ, রেসকোর্স! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, স্বাধীনতা চাওয়া বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক কর্মী, গ্রামের কৃষক ও শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক-দশ লাখ মানুষ দেশের অবিসংবাদিত নেতার কথা শোনার জন্য জড়ো হয়েছিল। এটি ছিল প্রদেশের সবচেয়ে বড় জনসভা। তিনি যখন সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চে উঠলেন তখন পিন-ড্রপ নীরবতা ছিল। সেদিন তিনিই ছিলেন একমাত্র বক্তা! বজ্রধ্বনি একটি উজ্জ্বল অবিলম্বে বক্তৃতায় দেশের ভবিষ্যত রূপরেখা দিয়েছিল। তিনি তার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে ভাষা দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু একটি দুঃখজনক নোটে শুরু করেছিলেন। আমরা ক্ষমতা পাওয়ার কথা, আমাদের জনগণ স্বাধীনতা চেয়েছিল কিন্তু আমরা রাজপথে নিহত হচ্ছি। আমরা কি ভুল করেছি? তিনি জাতীয় পরিষদে যোগদানের শর্ত হিসেবে অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চেয়েছিলেন। তিনি আইন অমান্য আন্দোলনের নির্দেশনাও দিয়েছিলেন। প্রায় 18 মিনিট স্থায়ী ভাষণটি শেষ হয় "এবারের সংগ্রাম, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা!" এটি ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রকৃত ঘোষণা।

সম্ভবত বিয়াফ্রা এবং রোডেশিয়াকে মাথায় রেখে স্বাধীনতার সরাসরি ঘোষণা করা হয়নি। তা সত্ত্বেও, ভাষণটি আমাদের জনগণকে স্বাধীনতার সুস্পষ্ট লক্ষ্য প্রদানে কার্যকর ছিল।

পাকিস্তান সরকার ভাষণটির সরাসরি সম্প্রচারের অনুমতি দেয়নি। কিন্তু পরের দিন রেডিও-টিভির বাঙালি কর্মচারীদের প্রচণ্ড চাপে তা সম্প্রচার করতে হয়। অডিও এবং ভিডিও রেকর্ডিং বিদেশী সাংবাদিকদের দ্বারা বিদেশে পাঠানো হয়েছে।

এভাবেই ইতিহাস সৃষ্টি হয় ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আঠারো দিন পর, যখন ইয়াহিয়া খান বিশ্বাসঘাতকতা করে বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয় এবং সেনাবাহিনী অপারেশন সার্চলাইট চালায়, ছাত্র-শিক্ষক ও নিরীহ নাগরিকদের হত্যা করে!

'পাকিস্তান লাশের নিচে চাপা পড়ে', কয়েকদিন পর মুজিবনগরে যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বলেছিলেন।